চীন ও পাকিস্তানকে দমাতে এবার সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা চুক্তি ভারতের

ভারত ক্রমশ তাদের সামরিক বরাদ্দ বাড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশকে পিছনে ফেলে সামরিক খরচে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটি। এবার সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক ৮৩টি তেজস যুদ্ধবিমান পেতে চলেছে ভারতীয় বিমানবাহিনী।

নতুন যুদ্ধবিমান গুলো কেনার সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা চুক্তি প্রস্তাবে বুধবার সম্মতি জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি। সীমান্তে আগ্রাসী চীন ও পাকিস্তানকে নজরে রাখতে বিমান বাহিনীর তেজস যুদ্ধবিমান অত্যন্ত কার্যকরী হবে বলে জানা গেছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেডের বা হ্যাল কাছ থেকে তেজস যুদ্ধবিমান কিনতে চলেছে ভারতের বিমান বাহিনী। এ জন্য মোট ৪৮ হাজার কোটি রুপি চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে। দেশীয় বাজারে এটাই সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা চুক্তি।

এই চুক্তির জন্য প্রথমিকভবে ৫৬ হাজার ৫০০ কোটি রুপি দাবি করেছিল হ্যাল। প্রায় এক বছর ধরে বিমান বাহিনীর সঙ্গে হ্যাল কর্তৃপক্ষের দরকষাকষির পর রফা হয় ৪৮ হাজার কোটিতে।

ভুলে ভরা বিনামূল্যের বই, বিতর্কিত করা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে

বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ শুরু করেছে সরকার। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এসব

বইয়ের বেশিরভাগেই দেশের সংবিধান, ভোটাভুটির ফল আর উৎসব নিয়ে ‘খটরমটর’ সব তথ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন বর্ষের বই নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সপ্তাহব্যাপী অনুসন্ধানে এসব বিষয় উঠে এসেছে। এসব বই প্রতিবেদকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভুলে ভরা এসব বই দিয়েই শিক্ষার্থীরা নতুন বছরে পড়াশোনা শুরু করেছে। নতুন বইয়ে এমন তথ্যে বিব্রত শিক্ষক, শিক্ষাবিদসহ সচেতন মানুষ।

তথ্যমতে, নবম-দশম শ্রেণির পৌরনীতি ও নাগরিকতা বইয়ের ‘গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন’ অধ্যায়ে ৭৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘একটি দল নির্বাচিত হয়ে সঠিকভাবে জনগণের জন্য কাজ না করলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ সাধারণত সেই দলকে আর নির্বাচিত করে না। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের এটি যেমন সত্যি তেমনিভাবে অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রেও সত্যি। তেমনি, বাংলাদেশে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিএনপিকে এবং ২০০৮ সালে বিএনপির পরিবর্তে আওয়ামী লীগকে এ দেশের জনগণ ক্ষমতায় বসায়’। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ও রাজনীতিকরা বলছেন-

পাঠ্যবইয়ে এটি লেখার মাধ্যমে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের কাছে আওয়ামী লীগের শাসনামলকে বিতর্কিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। একইভাবে সরকারকেও বিব্রত করা হয়েছে চরমভাবে। বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৭টি সংশোধনী আনা হলেও সংবিধান অধ্যায়ে ৫১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ‘১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে এ পর্যন্ত সংবিধান মোট ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে।’ অথচ ২০১৮ সালের এপ্রিলে সপ্তদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়। এরপর তিন বছর পার হতে চললেও এটি সংশোধন করেনি এনসিটিবি। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা অধ্যায়ে ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘দেশের প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত। মন্ত্রিপরিষদই প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী’।

অথচ সংবিধানের ৫৫ (২) অনুযায়ী- ‘প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।’ ৫৭ পৃষ্ঠায় রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- ‘কোন ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদ অর্থাৎ একটানা ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না’। অথচ সংবিধানের ৫০ (২) অনুযায়ী- ‘একাদিক্রমে হউক বা না হউক- দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।’ বইটির এ অধ্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপতি নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। এদিকে, দেশে মোট ১১টি সংসদ নির্বাচন হলেও ৭৫ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে দেশে ১০ বার সংসদ

নির্বাচন হয়েছে। ৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।

অথচ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ অনুযায়ী- ‘প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি করপোরেশন যদি থাকে তাহলে মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র ও কাউন্সিলর এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হবে।’

এদিকে সরকার শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে নিরুৎসাহিত করলেও পাঠ্যবইয়ে কোচিংকে শিক্ষার বাড়তি ‘সুযোগ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটির ১১১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘মীনার বড় ভাই বিভিন্ন ক্লাসে শিক্ষকদের কাছে কোচিং করলেও তাকে কখনো এ ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়নি’। শিক্ষাবিদরা মনে করেন, পাঠ্যবইয়ে এমন পাঠ সংযোজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে আগ্রহের অপচেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন অধ্যায়ে ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় জাতিসংঘ সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০’। অথচ প্রতিষ্ঠাকালীনই জাতিসংঘের সদস্য ছিল ৫১টি দেশ। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কিন্তু নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা বইয়ের ১৮৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ‘সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন’।

শিক্ষাবিদরা মনে করেন, জাতীয় এ নেতাকে ভুলভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভুল ইতিহাস শেখানো হচ্ছে। ডা. শামসুল আলম খান মিলন তৎকালীন স্বৈরাচার সরকারের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হলেও বইয়ের ২১৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পাশে পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন’। নবম-দশম শ্রেণির ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি’ বইয়ে বাংলাদেশের উৎসবের বিবরণে ২১ ফেব্রুয়ারি ও মহররমকে উৎসব হিসেবে দেখানো হয়েছে। অথচ ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহররমের ১০ তারিখে আশুরা, যা শোক হিসেবে পালিত হয়। এ ছাড়া বইটির ১২৭ পৃষ্ঠায় বৈশাখী মেলার বিবরণ দেওয়া হলেও পয়লা বৈশাখে রমনার বটমূলে দেশের বৃহৎ আয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পাঠ্য বইগুলোতে অনেক বানান ভুল লক্ষ্য করা গেছে।

অষ্টম শ্রেণির সাহিত্য কণিকা বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় ‘বিব্রত’ শব্দের

শব্দার্থ হিসেবে লেখা হয়েছে ব্যাকুল, ব্যতিব্যস্ত। নবম-দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ে ‘রহমানের মা’ অধ্যায়ে লেখকের পরিচয়ে বলা হয়েছে- রণেশ দাশগুপ্ত ঢাকার লৌহজংয়ের গাউপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জানা গেছে, এ লেখক ভারতের আসামে জন্মগ্রহণ করেন। বইটির ‘পোস্টার’ অধ্যায়ে লেখকের পরিচয়ে বলা হয়েছে- আবুল হোসেন খুলনা জেলার ফকিরহাট থানায় জন্মগ্রহণ করেন। কার্যত, ফকিরহাট থানা বর্তমানে বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। ফকিরহাট একসময় খুলনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সেই হিসাবে লেখার ক্ষেত্রে ‘তৎকালীন’ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত ছিল। বইটিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। দুই শ্রেণির দুটি বইয়ে একই লেখকের পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও ভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ে ‘অবাক জলপান’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ‘সুকুমার রায় ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।’ অথচ নবম-দশম শ্রেণির ‘ছায়াবাজি’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে- এ লেখকের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। এনসিটিবি প্রণীত একই লেখকের ভিন্ন ভিন্ন তথ্যে বিভ্রান্ত শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকরাও।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা পাঠ্যবইয়ের এসব ভুল সম্পর্কে প্রতিবেদককে বলেন, বইগুলো ২০১৩ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে। ভুল হয়ে থাকলে এসব বইয়ের লেখক, সম্পাদনা পরিষদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বসব আমরা। লেখকরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এসব লিখেছেন সে ব্যাপারে বাখ্যা চাওয়া হবে। যাচাই করে ভুল পাওয়া গেলে অবশ্যই সংশোধন করা হবে।

নুসরাত হত্যা: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির কারামুক্তি চেয়ে আওয়ামী লীগের

দোয়া!

ফেনীর সোনাগাজীতে আলোচিত মাদরাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি রুহুল আমিনের কারামুক্তি, সুস্থতা কামনা করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। পৌর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ব্যানারে গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এ আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে রুহুল আমিনের একটি ছবিও টাঙানো হয়।

সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক মফিজুল জানান, এই কর্মসূচির সম্পর্কে তিনি এবং দলের সাধারণ সম্পাদক এই কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত না।

বিকেল সাড়ে ৪টায় পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তৈয়ব বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সোনাগাজী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাখাওয়াতুল হক বিটু, মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রবিউজ্জামান বাবু, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম ভূট্টো, মঙ্গলকান্দি ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন বাদল, জেলা পরিষদের সদস্য নাছির উদ্দিন আরিফ ভূঁইয়া, চরচান্দিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম মানিক, বগাদানা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলা উদ্দিন বাবুল, আমিরাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরু মেম্বার, ইউপি সদস্য গেদু মিয়া ভূঁইয়া, দীন মোহাম্মদ, মতিগঞ্জ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন টিপু ও পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেনসহ যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মী অংশ নেন।

২০১৯ সালে ২৪ অক্টোবর নুসরাত জাহান রাফিকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি অধ্যক্ষ সিরাজ-উদ দৌলা ও আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিনসহ ১৬ জনের ফাঁসির আদেশ দেন ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মামুনুর রশিদ। এ হত্যা মামলাটি হাইকোর্টের আপিল বিভাগে ডেথ রেফারেন্স শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। সূত্র: কালের কণ্ঠ

গাংনীতে হামলায় গুরুতর জখম ওয়ার্ড আ. লীগ’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

গাংনী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল খালেক খোকন দেওয়ানের (৬০) উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় গুরুতর আহত দেওয়ান খোকনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজন বলে জানান চিকিৎসকরা।
আব্দুল খালেক খোকন দেওয়ান গাংনী ভিটাপাড়ার মৃত রমজান আলী দেওয়ানের ছেলে।

গাংনী হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দেওয়ান খোকনের মাথায় গুরুতর আঘাতের জেরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাথার ভেতরেও রক্তক্ষরণ হতে পারে। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আহতের ছেলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম-আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহান জানান, গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এর পাশে ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী মকছেদ আলীর নির্বাচনী ক্যাস্পে কয়েকজন বসে ছিলেন।

সেখানে নৌকার বিরুদ্ধে তারা কটাক্ষ করছিল। এর প্রতিবাদ জানান আমার পিতা। এতে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। এক পর্যায়ে কাউন্সিলর প্রার্থী মকছেদ আলী ও তার কর্মী মানজেত আলী, মুকুল হোসেন ও জাম্বু মিয়া লোহার রড এবং লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ করে। মাথায় গুরুতর আঘাতে রক্তাত্ব জখম অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে গেলে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন।

এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে

হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান আব্দুস সোবহান।

হামলার খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গাংনী হাসপাতালে রোগীর খোঁজ নেয়। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান।

এদিকে দেওয়ান খোকনের শারীরিক খোঁজ নিতে গাংনী হাসপাতালে ছুটে যান জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলী, পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ নেতৃবৃন্দ।

এ বিষয়ে জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক সাংবাদিকদের বলেন, মারধরের শিকার হয়েছেন এবং তার মাথা ফাটানো হয়েছে এটা সত্যি। তবে কি বিষয় নিয়ে এ ঘটনা তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ সুপারের উপহার পেলো কন্যা সন্তানের পরিবার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ শুনে উপহার নিয়ে নবজাতকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন পুলিশ সদস্যরা।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের নির্দেশে নব্য জন্ম নেওয়া কন্যা সন্তানদের বাড়িতে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

জানা যায়, গতকাল বুধবার বিকালে দামুড়হুদা উপজেলার সদ্য জন্ম নেওয়া দুটি কন্যা শিশুর পরিবারে জেলা পুলিশ সুপারের পক্ষে উপহার সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের মিলন-পারভিনা দম্পতি ও দলকালক্ষী পুর গ্রামের এনামুল-আসমা খাতুন দম্পতির বাড়িতে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার পক্ষে দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই তৌহিদুর

রহমান পুরস্কার সামগ্রী পৌঁছে দেন।

এসময় এসআই তৌহিদুর রহমান পুলিশ সুপারের বার্তা কন্যা সন্তানের পিতা -মাতা কে শোনান। পুলিশ সুপারের বার্তা কন্যা সন্তান বোঝা নয় আর্শিবাদ।

দর্শনার কুড়ুলগাছিতে ধানের চারা রোপণের উপর কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কুড়ুলগাছিতে রাইচ ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের উপর কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল ৪ ঘটিকার সময় কনিকা সীড কোম্পানির ম্যানেজার মোঃ মমিনুল ইসলাম এর পরিচালনায় এবং মোঃ সরফরাজ আলী (সাবেক চেয়ারম্যান) কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন দামুড়হুদা চুয়াডাঙ্গা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা মোঃ নূরুল আমীন (সুপার) কার্পাসডাঙ্গা হাদিকাতুল উলুম বালিকা দাখিলা মাদ্রাসা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন) সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষিবিদ মোঃ মনিরুজ্জামান উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দামুড়হুদা চুয়াডাঙ্গা, কৃষিবিদ আলী হাসান উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা, মোঃ নূর আলম (লিটন) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কনিকা সীড কোম্পানি লিঃ, মুন্সি মোঃ সিরাজুল ইসলাম সদস্য, জেলা পরিষদ চুয়াডাঙ্গা, শাহ্ মোঃ ইনামুল করিম (ইনু) চেয়ারম্যান কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ দামুড়হুদা চুয়াডাঙ্গা, মাও মোঃ আব্দুস সামাদ আজাদ সহকারী সুপার কার্পাসডাঙ্গা হাদিকাতুল উলুম বালিকা দাখিলা মাদ্রাসা, কৃষিবিদ খন্দকার আবুল খায়ের প্রতিনিধি সিমিট

বাংলাদেশ, মোঃ জাহিদুল ইসলাম অফিসার মার্কেট ডেভেলপমেন্ট আইডিই বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোঃ মিজানুর রহমান তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, খুব দ্রুত আমরা কৃষি ক্ষেত্রে একটি বড় বিপ্লব ঘটাবো আশা করি।

অনুষ্ঠান শেষে রাইচ ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে উক্ত মাঠে ধান রোপণ করে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। অনুষ্ঠানটি চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কুড়ুলগাছি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজনে কনিকা সীড কোম্পানি চুয়াডাঙ্গা এবং সহযোগিতাই সিসা এমইএ প্রকল্প, যশোর হাব।

সেই সময় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ফরহাদ হোসেন, চ্যানেল এস চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি আফজালুল হক বাদলসহ কুড়ুলগাছি গ্রামের কৃষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

৬ শ্রমিক নিহত, আহত ৪

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে ট্রাক ও ইঞ্জিন চালিত করিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৬ ঢালাই শ্রমিক ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে। এ সময় আরো ৪ শ্রমিক গুরুতর আহত হয় বলে জানা যায়। এরা সবাই ঢালাই শ্রমিক।

ঘটনাটি গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার মদনডাঙ্গার শ্রীরামপুর নামক স্থানে ঘটে। পুলিশ ঘটননাস্থল থেকে ৬ জনের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ মর্গে ও আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেছেন। নিহতদের পরিচয় না জানা গেলেও তাদে বাড়ি ঝিনাইদহ সদর ও হড়িণাকুণ্ডু উপজেলাতে।

শ্রীরামপুর গ্রমের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য জাবেদ আহম্মেদ জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে কুষ্টিয়া জেলার ইবি থানার হাতিয়া আব্দালপুর গ্রাম থেকে নির্মাণাধীন ঘরের ঢালাই কাজ শেষে করিমনে

ঢালাই মেশিনসহ বাড়ি ফিরছিলেন তারা। শৈলকুপার কুষ্টিয়া- ঝিনাইদহ মহাসড়কের মদনডাঙ্গা এলাকার শ্রীরামপুর নামক স্থানে পৌঁছালে কুষ্টিয়াগামী সেনাকল্যাণ সংস্থার সিমেন্ট বোঝায় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝিনাইদহগামী শ্রমিক বোঝায় করিমনকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই ৬ শ্রমিক ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়।

এদের সবার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে। আহত হয় আরো ৪ শ্রমিক। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন পুলিশ। নিহতদের পরিচয় না পাওয়া গেলেও আহতরা হলো হড়িণাকুণ্ডুু উপজেলার শাখারিদাহর মেহেদি(৩২), সদর উপজেলার কলামন খালির রাব্বি(৩০), রিপন, কাষ্টশাখরার রিপন(৩৫)।

শৈলকুপার রামচন্দ্রপুর পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ এসআই শামীম আহম্মেদ জানান, ঝিনাইদহ- কুষ্টিয়া মহাসড়কে সেনাকল্যাণ সংস্থার একটি ট্রাক ও শ্রমিক বোঝায় করিমন মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে ৬ শ্রমিক নিহত ও ৪ শ্রমিক আহত হয়। নিহতদের সবার দেহ ছিন্ন বিচ্ছন্ন ছিল। তাদের উদ্ধা করে ঝিনাইদহ মর্গে ও আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জীবননগরে মালচিং পদ্ধতিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে সাফল্য

জীবননগর উপজেলার বৈদ্যনাথপুর গ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মালটিং পদ্ধতিতে ১২ মাসি ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে যাদুকারী সাফল্য পেয়েছেন বৈদ্যনাথপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে ইরান প্রবাসী তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টুমিয়া। বাণিজ্যিক ভাবে লাভ জনক হওয়ায় ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে আগ্রহী হয়েছে অনেকে।

জীবননগর উপজেলার মাটি সব ফসলের জন্য উপযোগী হওয়ায় একজন শিক্ষিত উদ্দোমী তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে সফল হয়েছেন। উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতা ছাড়ায় নিজের

পরিশ্রম আর ইউটিউব দেখে শুরু করেন ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ। শুরুটা এলাকার মানুষের কাছে হাস্যকর হলেও গাছে ফল ধরা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে পড়েছেন। কৃষি বিভাগ থেকে সহযোগিতা পেলে আর ও বেশি পরিসরে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এলাকার বেকার যুবকদের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত বলে মনে করেন এই তরুন উদ্যোক্তা।

প্রতিটি ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ ২০০গ্রাম থেকে ২৫০গ্রাম ওজন হয়ে থাকে, যার বাজার মূল্যে কেজি প্রতি ১২০টাকা থেকে ১৪০টাকা। যদিও এটি একটি বিদেশী খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপরও বাংলাদেশে এর চাহিদাটাও কম নয়।

জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর উপজেলায় এবার প্রথম ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই কৃষকরা এ চাষে ঝুকে পড়েছেন। চারা লাগানোর পর নীবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এ উপজেলায় বিপ্লব ঘটিয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া। তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া বলেন, দীর্ঘ সময় ইরানে ছিলাম, সেখানে ক্যাপসিক্যাম্প চাষ দেখেছি সেখান থেকে এ চাষের উপর আমার নেশা।

এর পর ইরান থেকে এর বীজ সংগ্রহ করে দেশে এসে বাবার নিকট থেকে ১০কাটা জমি নিয়ে এ চাষটা শুরু করি। প্রথম দিকে এ চাষের কথা বললে এলাকার মানুষ একটু হাসতো।

আর বলতো বিদেশ থেকে এসে কি চাষ করছে। আমি কারও কথায় কোন কর্ণপাত না করে চাষটি শুরু করি। চাষটি যদিও আমাদের এলাকাতে প্রথম যার ফলে এ চাষ সম্বন্ধে তেমন কেউ পরামর্শ দিতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আমি ইউটিউব এর সহযোগিতায় আমি এ চাষটি করি। বর্তমানে আমি ২বিঘা জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করেছি এতে আমার খরচ হয়েছে বিঘা প্রতি ৮ থেকে ১০হাজার টাকা আর আমি গত গয়েক দিন আগে ২৮হাজার টাকার ফল বিক্রি করেছি এবং এখনও গাছে প্রায় ৫০ থেকে ৬০হাজার টাকার ফল রয়েছে। তবে এটা ১২মাসের ফসল হওয়ায় এ চাষে অল্প খরচে লাভবান হওয়া যায়।

জীবননগর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শিমুল আহম্মেদ জানান, জীবননগর উপজেলায় ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ হচ্ছে এবং তরুণ চাষী লাল্টু মিয়া একজন সৎ ও সচেতন চাষী। সে রাসায়নিক মুক্তভাবে জৈব সার এবং জৈব বালাই নাশক ব্যবহার করে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করছেন।

কৃষি বিভাগ তার সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে যা আগামীতে অব্যহত থাকবে। কৃষকদের ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে উৎসাহিত করা হলে আমদানী নির্ভরতা কমার ফলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবৈধ দোকান ঘর অপসারণ

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের পিছনের খাস জমিতে ৩১ টি অবৈধ দোকান অপসারণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার সময় উক্ত স্থানে আরো ১৫ টি দোকান ১৭. ০১.২০২১ তারিখের মধ্যে অপসরণ করা হবে বলে জানান দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

এ সময় তিনি বলেন, আজ প্রায় ১ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে । পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে সব অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন ভূমি অফিসার রফিকুল ইসলাম, পেশকার জিহন আলী, কার্পাসডাঙ্গা বাজার কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এসআই আতিকুল রহমান জুয়েলসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় লোকজন।

হরিণাকুণ্ডুতে ৪০ পিচ ইয়াবাসহ

দুই জন গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ডিবি পুলিশ ৪০ পিচ ইয়াবাসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে।

ডিবি পুলিশ ও হরিণাকুণ্ডু থানা সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক পৌনে নয়টার সময় ওসি ডিবি আনোয়ার হোসেনের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে ডিবি এসআই সেলিম রেজার নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ হরিণাকুণ্ডু উপজেলার তৈলটুপি বাজারের পার্শে জামাত আলীর সমিলের সামনে হরিণাকুণ্ডু-তৈলটুপি সড়কের উপর থেকে জামিরুল ইসলাম আকাশ (২৪) ও মিজানুর রহমান মিজান এর কাছথেকে ৪০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

গ্রেফতারকৃত জামিরুল ইসলাম আকাশ পৌরসভাধীন সুড়া গ্রামের নূরুল ইসলামের ছেলে এবং মিজানুর রহমান দৌলতপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে।

হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে, যার নং ০৪ তাং ১২/০১/২০২১। আজ বুধবার সকালে আসামীদের ঝিনাইদহ কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে ।